আমাদের সময়

তারিখ 31 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

মাসব্যাপী অমর একুশের গ্রন্থমেলা শুরু হচ্ছে কাল থেকে। বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের একটি অংশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হবে এ মেলা। এ উপলক্ষে নতুন নতুন বই বের করতে ব্যস্ত প্রকাশকরা। এর সঙ্গে জড়িতদেরও ব্যস্ততা বেড়েছে। প্রতিবেদন তৈরি করেছেন **ইশরাতুল জাহান**

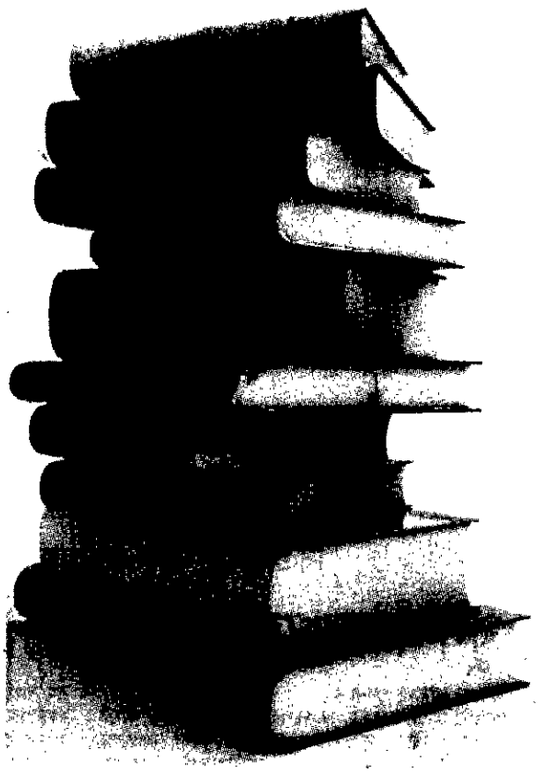

প্রতি ফর্মার খরচ আগে ছিল ২৫ এখন ৩০ টাকা

বাঁধাইয়ে খরচ বাড়ছে ১ টাকা

কভার বোর্ডে বেড়েছে ১ টাকা

গত বছর যে বইয়ের দাম ছিল ১০০ টাকা এবার সেটির দাম ১২৫ টাকা

বইয়ের দাম বাড়ছে ২০-২৫ শতাংশ

গত বছরের তুলনায় এবারের বইমেলায় বইয়ের দাম বাড়ছে কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। বই ছাপানোর সব উপকরণের দাম, ছাপানোর খরচ ও পরিবহন খরচ বাড়ার কারণে এই দাম বাড়ছে। তবে ভালো লেখকদের বইয়ের দাম আরও বেশি বাড়বে। তবে বইয়ের দাম বাড়লেও পাঠক কমবে না বলে আশা প্রকাশকদের। তারা মনে করেন, পাঠক অন্য দিকের খরচ একটু কমিয়ে হলেও বই কেনায় বাজেট বাড়াবেন। এদিকে বইয়ের দাম বাড়লেও ভালো বইয়ের পাঠক কমছে না, বরং বাড়ছে। তবে ভালো মানের নয় এমন বই এখন বিক্রি হয় কম।

এ বিষয়ে পাঠক সমাবেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিক্তকা গাইন বলেন, আজকাল অনেকেরই পড়ার আগ্রহ কমে গেছে। শিশুরা আগ্রহী; কিন্তু টিনএজ বয়সীরা আগ্রহী কম। তারা ইন্টারনেট-ফেসবুকেই আগ্রহী বেশি। তাদের আগ্রহী করে তোলার জন্য পরিবার ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা রাখা দরকার।

বইয়ের প্রকাশকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, এবার তারা গল্প-প্রবন্ধের বইয়ের প্রতি ফর্মায় (১৬ পৃষ্ঠা) দাম বাড়িয়েছেন ৫ টাকা। আগে এসব বইয়ের প্রতি ফার্মায় খরচ হতো ২৫ টাকা। এখন খরচ হবে ৩০ টাকা। এর বাইরে প্রতিবই বাঁধাইয়ে খরচ বাড়বে ১ টাকা এবং কভার বোর্ড খাতে খরচ বাড়বে আরও এক টাকা। এসব মিলে গড়ে ২৫ শতাংশ বেড়ে যাবে বইয়ের দাম। ফলে গত বছর যে বইটি ১০০ টাকায় কেনা যেতো এবার সেটি কিনতে হবে ১২৫ টাকায়।

সাম্প্রতিক সময়ে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর কারণে প্রায় সব ধরনের পণ্যের দাম বেড়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাবও পড়েছে বইয়ের বাজারে। এর ফলে ব্যবসা ও পরিবহন খরচ বেড়েছে।

শ্রাবণ প্রকাশনীর প্রকাশক রবিন আহসান বলেন, প্রযুক্তির কারণে পাঠক কমেছে।

বই এখন ইন্টারনেটে পিডিএফ আকারে পাওয়া যায়। তাই বই কিনে পড়ার পাঠক কম। তারা অনেকে ইন্টারনেটে বই পড়ে ফেলে। পাঠক বাড়াতে পরিবার থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। সরকার এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারে। শিশুদের সৃজনশীল বই পড়াতে হবে, এবং তাদের উপযুক্ত বই বেশি বেশি ছাপানো দরকার। উৎসাহ জোগানোর জন্য স্কুলের লাইব্রেরিগুলোতে ভালো ভালো বই রাখা প্রয়োজন।

গত বছর পারটেক্স অথবা বসুন্ধরার এক রিম ৭০ গ্রাম অফসেট কাগজের দাম ছিল ১ হাজার ৬৪০ টাকা। এবার তা বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৭২০ টাকা। ৮০ গ্রাম এক রিম অফসেট কাগজের দাম ছিল ১ হাজার ৮৫০ টাকা। এবার এর দাম বেড়ে হয়েছে ২ হাজার টাকা। বইয়ের প্রচ্ছদ ছাপানোর জন্য ২৫০ গ্রামের আর্ট পেপার এক রিম গত বছর ছিল ৪ হাজার ২০০ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৮০০ টাকা। ৮ ফর্মার একটি বই আগে ছিল ২০০ টাকা তা এখন হয়েছে ৩০০। তবে ফর্মা যতো বেশি হবে খরচ তত কমবে। একটা বই বাঁধাতে আগে নেওয়া হতো ১০ টাকা, এখন ১১ থেকে ১২ টাকা করে নেওয়া হয়। প্রতিটি ভালো বইয়ের দাম প্রায় ৫০ থেকে ৬০ টাকা বেড়েছে। উৎস প্রকাশনীর প্রকাশক মুস্তাফা সেলিম বলেন, পাঠক কমেনি, প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ায় বইয়ের বিক্রি কমেছে। কিশোররা প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে। তারাই ছিল বড় পাঠক। আবিষ্কার প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী দেলোয়ার হাসান জানান, ভালো বইয়ের চাহিদা এখনো অনেক বেশি। হুমায়ূন আহমেদের বই এখনো প্রচুর বিক্রি হয়। কিন্তু ভালো লেখকের বাইরে অন্যরা আসতে পারছেন না। এর কারণ পাঠকরা মনে করছেন, সমাজে যা ঘটছে তা লেখকরা তাদের কলমে তুলে আনতে পারছেন না। তারা এখন দলবাজিতে ব্যস্ত। যে কারণে ভালো বইও আসছে কম।

সূত্র জানায়, জ্ঞান ও সৃজনশীল বইয়ের প্রকাশ এখনো একটি শিল্প হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। ফলে এর সব উপকরণ সবগুলো বাণিজ্যিকভাবে কিনতে হয়। আমদানির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে আমদানি করতে হয়। শুধু কিছু বই কম শুল্কে আমদানি করা যায়। এ কারণে প্রকাশকরা শিল্প হিসেবে দাঁড়াতে পারছেন না। এ খাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণের ব্যবস্থা করা হলেও তা সবাই নিতে পারছেন না। ফলে প্রকাশককে নিজের টাকা খরচ করে বই বের করতে হচ্ছে। আবার বই বিক্রি করে টাকা তুলে আনাও কঠিন। কেননা সব বিক্রি হয় না।

এ বিষয়ে কথা প্রকাশের মিজানুর রাহমান বলেন, সবকিছুর মূল্য বেড়ে যাওয়ায় বইয়ের দামও বেড়েছে। দাম বাড়ায় বিক্রিতে একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে– এটাই স্বাভাবিক। তবে পাঠকও বেড়েছে।